দৈনিক বাংলা ৭৮

তারিখ ... 24 AUG 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটি থমথমে ঃ ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়ছে পরীক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন

ভার্সিটি রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির কোন উন্নতির আভাস না পাওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা গতকাল শুক্রবার থেকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করেছে। গতকাল ক্যাম্পাসে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ভীতি বিরাজ করছে। থমথমে পরিস্থিতি। আশংকিত হয়ে পড়েছেন পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য অনার্স মাষ্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার ব্যাপারে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন যারা কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন।

গত ৪ দিনে ক্যাম্পাসের একাধিক ঘটনার শিকার হয়ে প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী এখন নিদারুণ দুর্ভোগে পড়েছেন। তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সাধারণ ছাত্ররাও এখন হলগুলিতে থাকা নিরাপদ মনে করছেন না। ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছেন এক ধরনের সতীর্থ ছাড়াও বহিরাগত। হল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র প্যান্ট, শার্টসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, কক্ষ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। তালা ভেঙ্গে নিজের মনে করে নিয়ে যাচ্ছেন অনেক কিছু।

এদিকে ৪টি হলে এখন কোন প্রশাসন নেই। এই হলগুলির প্রভোস্টগণ পদত্যাগ করায় নতুন করে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। হলগুলিতে একমাত্র পুলিশ ছাড়া কোন নিরাপত্তা নেই। কারো কারো ধারণা কর্তৃপক্ষ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারেন। ভাইস চ্যান্সেলর পদত্যাগ করলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে অনেকেই শংকিত।

কলকাকলী আর প্রাণস্পন্দনে মুখরিত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৮–এর পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি থমথমে ঃ ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে গত কয়েক দিনের ব্যবধানে নেমে এসেছে নিঝুম নীরবতা।

কোন ছাত্রছাত্রীকে গত কয়েকদিনে দেখা যায়নি ক্যাম্পাসে। ছাত্রদল কর্মীরা এখন মধুর ক্যান্টিনে কিংবা ক্যাম্পাসে আসছেন না। অন্যদিকে ছাত্রলীগ (শা–পা) নেতা–কর্মীদেরও তেমন দেখা যায় না ক্যাম্পাসে। তারা টিএসসি অথবা শামসুন্নাহার এবং রোকেয়া হলের সামনে এখন জড়ো হচ্ছেন প্রতিদিন।

ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি যেন বদলে যাচ্ছে। ভৌগোলিক অবস্থানেরও হচ্ছে পরিবর্তন। অনেকদিন পর ক্যাম্পাস উত্তপ্ত, আর অনির্ধারিত বন্ধের ফলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মাঝে কাজ করছে বিষণ্ণতা। বিশেষ করে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা শিকার হয়েছেন পরিস্থিতির। পরীক্ষার আগে পড়াশুনা করতে পারছেন না। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের মাঝে আশংকা বেড়েছে। আবার কখন গোলাগুলি শুরু হয়। অন্যদিকে উত্তরপাড়ার হলের ছাত্ররা আশংকিত হয়ে থাকেন কখন হল দখলের শিকারে কক্ষ ভাঙচুর হয়। রাতে হলগুলিতে গেলে ছুটির আমেজ টের পাওয়া যায়। প্রায় কক্ষগুলো খালি। ছাত্র তেমন নেই। অনেকের মা–বাবা ছুটে আসছেন সন্তানদের অবস্থা দেখতে। অবস্থা ভাল নেই মনে করে নিজ সন্তানদের নিয়ে যাচ্ছেন অনেক অভিভাবক।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার অবসান কামনা করছেন। তারা চাচ্ছেন শান্তিপূর্ণ সমাধান। আর সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু লেখাপড়ার পরিবেশ।